দৈনিক ইনকিলাব

028

তারিখ 27 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন

শিক্ষাঙ্গনে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ

এদেশের তৌহিদী জনতার দীর্ঘদিনের আকাংখিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে চালু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই শিক্ষা কার্য শুরুও হয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসা বা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করা ছাত্রদেরই এখানে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা এখানে মুখ্য বিষয় হলেও যুগের দাবীতে আধুনিক শিক্ষারও এর সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আর তা একটি জরুরী ব্যাপারও বটে। কলেজের ছাত্ররা এখানে ভর্তির সুযোগ পেয়ে ইসলামী চিন্তা-চেতনার অধিক কাছাকাছি আসবে এটা একটি সৎ চিন্তাই নয়, একটি গঠনমূলক পদক্ষেপও। কলেজ পড়ুয়া অধিকাংশ ছাত্রই ইসলামী বিষয়গুলোতে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন না করেও যদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়, তবে কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা ইসলামী বিষয়গুলোতে তুলনামূলক সর্বাধিক জ্ঞান লাভ করেও এখানে ভর্তির সুযোগ পাবে না। এটা কি করে যুক্তিসংগত হতে পারে? অথচ ইসলামী শিক্ষাই যেখানে মুখ্য বিষয়। আর বর্তমানে স্কুল-কলেজে "ইসলামিয়াত বা উলুমে ইসলামী" যতটুকু শিক্ষা দেয়া হয় সে তুলনায় আলিয়া মাদ্রাসা তো বটেই কওমী মাদ্রাসাগুলোতেও আধুনিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে। আর বর্তমান কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কে কওমী মাদ্রাসাগুলোতে আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করছে।

তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যথা-মদীনা আল-আজহার ইত্যাদিতে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা পাস করা ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়, কিন্তু নিজ দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পর্যাপ্ত নয়।

তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কওমী মাদ্রাসা থেকে অন্ততঃ দাওরা পাস করা ছাত্রদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগদানের ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রত্যাশা করি।

—ইনামুল হক

জীব বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক বা সম্মান পর্যায়ে যে জীববিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় তা মূলতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞান। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ১০০ নম্বর ও প্রাণী বিজ্ঞানে ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ের সিলেবাসও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যা কি-না ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারা না পারে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কিছু শিখতে আবার না পারে প্রাণী বিজ্ঞানে কিছু শিখতে। এদিকে ডিগ্রী পর্যায়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৩০০ নম্বর ও প্রাণী বিজ্ঞানে ৩০০ নম্বর পড়তে হয় এবং সেখানে সিলেবাসও ব্যাপক। আবার সম্মান (অনার্স) শ্রেণীতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ও প্রাণী বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের মত একই নম্বর নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক সভ্যতায় জীব বিজ্ঞানের ক্রম উন্নতির সাথে সাথে গড়ে উঠেছে জীব বিজ্ঞান ভিত্তিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া বিজ্ঞানই যেহেতু দেশ ও জাতির উন্নতির মাপকাঠি, সেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জীব বিজ্ঞানের এত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস থাকা আদৌ উচিত নয়। এখানে জীব বিজ্ঞান না হয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান নামে দু'টি পৃথক বিষয় থাকা উচিত। যার প্রতিটি বিষয়ে ২০০ নম্বর নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই মোতাবেক সিলেবাসও নতুন করে প্রণয়ন করা আবশ্যক। আমাদের এই নগণ্য চিন্তাধারা জীব বিজ্ঞানে অধ্যাপনারত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে এবং সমস্যাটি গ্রহণযোগ্য হলে সমাধানের জন্য একান্তভাবে সহযোগিতা করবেন। আর চারটি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উর্ধবতন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, বিষয়টি তারা গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

—মোঃ সাইদুজ্জামান (মুকুল)